তারিখ ২২/১০/২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র বদল-বাতিলের জের

চট্টগ্রাম বরিশাল জামালপুরে হামলা ॥ রেললাইন অবরোধ ॥ ভাংচুর, লুট

ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র বদল ও বাতিলের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করা হয়। বরিশালের শিকারপুর কজেজের ছাত্ররা শিকারপুর ফেরিঘাটে ১০টি যাত্রাবাহী বাসে ভাংচুর চালায়। মহিলা যাত্রীদের নাজেহাল করা হয়। যাত্রীদের মালামাল লুট হয়। লাঠি হামলায় যাত্রীরাও আহত হয়। নান্দিনা কলেজের ছাত্ররা নান্দিনা রেলষ্টেশনে হামলা চালায় ও রেলপথে অবরোধ সৃষ্টি করে।

চট্টগ্রাম অফিস ও হাটহাজারী সংবাদদাতা জানান, ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রতিবাদে পরীক্ষার্থীরা ব্যারিকেড দিলে গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে ২ ঘন্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। দুপুর ১২টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত উভয় সড়কে শত শত যানবাহন আটক পড়িয়া যায়। নাজিরহাট কলেজের পরীক্ষার্থীরা (২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র

(প্রথম পৃঃ পর)

নাজিরহাট বাসস্ট্যান্ড ও ১১ মাইলের মাথায় এবং হাটহাজারী কলেজের পরীক্ষার্থীরা কলেজ গেটে ব্যারিকেড দেয়। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় ছাত্ররা বেলা ২টায় ব্যারিকেড প্রত্যাহার করিয়া নেয়।

পরীক্ষার্থীরা ফটিকছড়ি ও হাটহাজারীর ইউএনওকে পৃথক পৃথক মিছিল সহকারে ৫ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে। পরীক্ষার্থীরা গতকাল ঘোষণা করে যে, আগামীকাল সোমবারের মধ্যে তাহাদের দাবী মানিয়া না নিলে মঙ্গলবার হইতে নাজিরহাট ও হাটহাজারীতে লাগাতার সড়ক ব্যারিকেড শুরু করা হইবে।

বরিশাল অফিস জানায়, শিকারপুর কলেজ হইতে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হওয়ায় ঐ কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা গতকাল (শনিবার) বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের শিকারপুর ফেরীঘাটে ১০টি যাত্রী বোঝাই গাড়ীতে হামলা করে। তাহাদের বেপরোয়া হামলায় গাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১০/১২ জন বাস ষ্টাফসহ কমপক্ষে ১০০ যাত্রী আহত হয়। তাহারা বাস হইতে মহিলা যাত্রীদের টানিয়া হেঁচড়াইয়া নীচে নামাইয়া আনে। যাত্রীরা অভিযোগ করেন যে, তাহাদের মালামাল, অর্থ, স্বর্ণালংকার লুট হইয়াছে। আহত যাত্রীরা চিকিৎসার জন্য এখানে আসিতে পারেন নাই। বাধ্য হইয়া নিজ নিজ এলাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাস হইতে ছাত্ররা লাঠিসোটা লইয়া বাহির হইয়া ফেরীঘাটে পৌছে। সেখানে তাহারা এলোপাতাড়ি বাসে হামলা চালায়। বাসের গ্লাস ভাঙ্গিয়া, লাঠিসোটার প্রহারে ও দৌড়াদৌড়িতে যাত্রীরা আহত হন। বাসের কর্মচারীরা জানান, প্রতিটি বাসের গড়ে ১০/১২ জন আহত হইয়াছে। যাত্রীদের আর্তচীৎকারে সেখানে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই হামলার সময় শিকারপুরের ফেরী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে লোকাল ও দূরপাল্লার বাসগুলি শিকারপুর না আসিয়া বামরাইলে অপেক্ষা করিতে থাকে। উচ্ছৃংখল ২০/২৫ জন ছাত্র মোটর সাইকেলে চাপিয়া সেখানে হামলা করিতে গেলে এলাকাবাসী ও বাস শ্রমিকেরা ধাওয়া করে। তখন তাহারা পিছু হটে।

এদিকে, বাসের উপর হামলার প্রতিবাদে দুপুর ১টা হইতে গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, পয়সারহাট, ভূরঘাটা, মাদারীপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, বেনাপোল, খুলনা, সাতক্ষীরা, রাজশাহীসহ দূরপাল্লার সকল রুটে বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। শত শত যাত্রী স্থানীয় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ও বিভিন্ন ষ্টেশনে আটকা পড়ে।

পুলিশের চরম ব্যর্থতার কারণে এই হামলা হইয়াছে বলিয়া বাস মালিকরা জানান। তাহারা এই হামলার সহিত জড়িতদের গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়াছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোন গ্রেফতার নাই।

জামালপুর সংবাদদাতা জানান, ডিগ্রী পরীক্ষায় বাতিলকৃত নান্দিনা কলেজ কেন্দ্র পুনর্বহালের দাবীতে শনিবার বেলা ১১টায় নান্দিনা কলেজের সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী নান্দিনা রেলওয়ে ষ্টেশনে রেলপথ অবরোধ করে। তাহারা ষ্টেশনের সিগন্যাল রুমে ঢুকিয়া অটো সিগন্যালের যন্ত্রপাতি অকেজো করিয়া দেয় এবং লাইনের উপর রেল ফেলিয়া ট্রেন চলাচলের পথ অবরুদ্ধ করে। ফলে আন্তঃনগর 'তিস্তা এক্সপ্রেস' আপ নান্দিনা স্টেশনে এবং 'জেএম ডাউন' লোকাল ট্রেনটি জামালপুর স্টেশনে আটকা পড়ে। সংবাদ পাইয়া জামালপুর হইতে ইউএনও এবং এএসপি'র নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করে। সেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অবরোধ সৃষ্টিকারী ছাত্রনেতাদের সহিত আলোচনার পর ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে নান্দিনা কলেজ কেন্দ্র পুনর্বহালের শর্তে ছাত্ররা অবরোধ প্রত্যাহার করে।

বাগেরহাট হইতে সংবাদদাতা জানান, চিতলমারী শেরেবাংলা ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্র পুনর্বহালের দাবীতে পরীক্ষার্থীরা শনিবার ইউএনও'র বাসভবন ঘেরাও এবং বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। পরীক্ষার্থীরা রবিবার সড়ক অবরোধসহ ৩ দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে।

দাগনভূইয়ার কলেজ অধ্যক্ষের কক্ষ ভাংচুর

ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র পুনর্বহালের দাবীতে গতকাল শনিবার একদল ছাত্র দাগনভূঁইয়া ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষ ভাংচুর করে। আত্মরক্ষার্থে অধ্যক্ষ সেই সময় কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকার একটি পত্রিকায়ও (ইনকিলাব) অগ্নিসংযোগ করে। ব্যাপক নকল প্রবণতার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ এই কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা গত বৃহস্পতিবার তিন ঘন্টা সড়ক অবরোধ করিয়া রাখে। গতকালের ভাংচুরের ফলে অধ্যক্ষের কক্ষের ব্যাপক ক্ষতি হয়।